ভক্তিযোগেন বিহিতত্বমাত্রবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণে তু ন তথা। আস্তাং তাদৃশবস্তুশক্তিযুক্তস্য তেষু প্রকাশমানস্য ভগবতো ভগবদ্বিগ্রহাভাসস্য বা বার্ত্তা। প্রাকৃতেঽপি তদ্ভাবমাত্রস্য ভাব্যাবেশফলং মহৎ দৃশ্যতে ইতি সদৃষ্টান্তং তদেব প্রতিপাদয়তি—' কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্। সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্। এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে। বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া।" ॥ ৩১৯ ॥

সংরম্ভো দ্বেষো-ভয়ঞ্চ। তাভ্যাং যোগস্তদাবেশস্তেন। তৎস্বরূপতাং তস্য স্বমাত্মীয়ং রূপমাকৃতির্যত্র তত্তাং তৎস্বারূপ্যমিত্যর্থঃ। এবমিতি এবমপীত্যর্থঃ। নরা-কৃতিপরব্রহ্মত্বাৎ মায়য়ৈব প্রাকৃতমনুজতয়া প্রতীয়মানে। ননু কীটস্য পেশস্কৃদ্দ্বেষে পাপং ন ভবতি তত্র তু তৎ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ, বৈরেণ যানুচিন্তাতদাবেশঃ তয়ৈব পূত-পাপ্মানঃ তদ্ধ্যানাবেশস্য তাদৃক্‌শক্তিত্বাদিতিভাবঃ। ন চ শাস্ত্রবিহিতেনৈব ভগবদ্ধর্ম্মেণ সিদ্ধিঃ স্যাৎ ন চ তদবিহিতেন কামাদিনেতি বাচ্যম্। যতঃ, "কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥ ৩২৭ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদকে কহিলেন—"হে শ্রীপাদ! শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালের বাসুদেবাখ্য পরতত্ত্বে লীন হওয়া অত্যন্ত অদ্ভুত কথা। কারণ ঐকান্তিক পরম জ্ঞানীগণের পক্ষেও বাসুদেবতত্ত্বে লীন হওয়া অত্যন্ত অসম্ভব। কারণ তাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপেই লীন হইয়া থাকে। শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ আরও কহিলেন—হে মুনিবর! আমরা সকলেই এই কথাটা জানিতে ইচ্ছা করি। ভগবানকে নিন্দা করার অপরাধে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বেণরাজ ঘোরতর নরকে নিপাতিত হইয়াছেন। যেহেতু বহু নরকাদি ভোগের পরেই দেহমন্থন হইতে আবির্ভূত শ্রীমান্ পৃথু মহারাজের জন্মোদয় প্রভাবে তাহার সদ্‌গতির কথা শুনা যায়। শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ আরও কহিলেন—এই পাপমূর্ত্তি দমঘোষ সুত শিশুপাল কলভাষণ হইতে আরম্ভ করিয়াই শ্রীগোবিন্দদ্বেষী। সম্প্রতি তাহার ভ্রাতা দুর্ম্মতি দন্তবক্রও শ্রীগোবিন্দকে দ্বেষ করিতেছে। এই সকল প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন "হে রাজন! যে জন শ্রীভগবানকে নিন্দা করে, তাহার নরকপাত অবশ্যম্ভাবী।" তোমার এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্য কি? শ্রীভগবানকে নিন্দা করিলে তাঁহার মনে পীড়া হয় বলিয়াই নিন্দা-কারীর নরকপাত হইবে, অথবা শ্রীভগবানের মনঃপীড়া না হইলেও মদ্য-পানাদির মত বেদনিষিদ্ধ ভগবৎনিন্দা শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করার জন্য নরকপাত হইবে। এই দুইয়ের মধ্যে মায়ামূঢ় ব্যক্তিগণ প্রাকৃত তমাদি গুণ উদ্দেশ্য করিয়াই নিন্দা বা স্তুতি প্রভৃতি করিয়া থাকে। অতএব প্রকৃতি পর্য্যন্ত সর্ব্বাশ্রয় শ্রীভগবানের প্রাকৃত তমাদি গুণ অবলম্বনে কৃত নিন্দাদির অপ্রাকৃত গুণ ও বিগ্রহে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ প্রাকৃত গুণময়